ভোরের কাগজ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

NOV. 02 2002

২০০৩ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক

সম্মতিপত্রের পর পূর্ব মুদ্রিত ১ কোটি বই বাতিল, প্রকাশকরা বিপাকে

মানসুরা হোসাইন : ২০০৩ শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের সম্মতিপত্র জমা দেওয়ার পর এনসিটিবির কতিপয় কর্মকর্তা এবং ব্যবসায়ীর হস্তক্ষেপে এ বছরের ৫৫ শতাংশ মজুদ ও পুনঃব্যবহারের প্রায় ১ কোটি বই বাতিল করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে জাতীয়ভাবে ক্ষতি হবে ৩৫ কোটি টাকা।

২০০২ শিক্ষাবর্ষের সম্পূর্ণ নতুন জলছাপযুক্ত কাগজে, নতুন কভারে মুদ্রিত মাধ্যমিক স্তরের ষষ্ঠ থেকে নবম এবং দশম শ্রেণীর বইগুলোতে শুধু কভার ডিজাইন ও রং এবং ভিতরের নিরাপত্তা এক ফর্মা কাগজের রং পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এ বাতিল প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত হবে বলে জানা গেছে।

আগামী শিক্ষাবর্ষের ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণীর সকল বই শুধু মুদ্রণ প্রমাদের সংশোধন করে মুদ্রিত হবে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ১ কোটি ২৫ লাখ বই ছাপানোর কথা ঠিক করা হয়। ● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

সম্মতিপত্রের পর পূর্ব মুদ্রিত ১ কোটি

● প্রথম পাতার পর

সে মোতাবেক এ বছরের ১০ অক্টোবর তালিকাভুক্ত প্রকাশক ও মুদ্রাকরদের মধ্যে পত্র নং-১৯৫৭ (৩১২)-এর মাধ্যমে ১৬ অক্টোবরের মধ্যে ২৭৬টি প্রতিষ্ঠান তাদের মুদ্রণ ও বাজারজাত করার কথা জানিয়ে সম্মতিপত্র জমা দিয়েছেন বলে জানা যায়।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন প্রকাশক জানিয়েছেন, সম্মতিপত্র জমা দেওয়ার পর পরিবর্তনের এ সিদ্ধান্তে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। কেননা তাদের কাছে মজুদ বই থাকায় এবং কোনো পরিবর্তন হবে না জেনে কম বইয়ের জন্য সম্মতিপত্র জমা দিয়েছেন। তার পরেই উপরোক্ত পরিবর্তনগুলোর সিদ্ধান্ত হয়। আর এক্ষেত্রে গুটিকয়েক প্রকাশক বেশি বইয়ের জন্য সম্মতিপত্র জমা দিয়ে লাভবান হওয়ার সুযোগ পাবে। কেননা এ ধরনের একটি অনিয়ম ঘটানো হবে বলে তারা অবহিত ছিল। উল্লেখ্য, মজুদ ও পুনঃব্যবহার মিলিয়ে মোট চাহিদার ৫৫ শতাংশ বই এই বছর কম মুদ্রণ করতে হবে এটা ধরে সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে ১ কোটি ২৫ লাখ বই।

জানা যায়, ইতিমধ্যে এনসিটিবি উক্ত বইয়ের জন্য মোট ৪ হাজার টন কাগজের চাহিদা কর্ণফুলী পেপার মিলসকে জলছাপযুক্ত কাগজ উৎপাদনের জন্য অর্ডার দিয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, তড়িঘড়ি করে ১ কোটি বই নতুন করার জন্য আবার জলছাপযুক্ত কাগজ উৎপাদন এবং মুদ্রণ ও সিদ্ধান্ত হবে জাতীয় সংকট সৃষ্টি করার এক সুস্পষ্ট চক্রান্ত। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে, ২০০৩ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক স্তরের কৃষিবিজ্ঞান বইটির পরিবর্তন করা হচ্ছে 'ছাগল প্রকল্প' অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। এ ছাড়া অন্য বেশ কিছু বইতেও পরিবর্তন-পরিমার্জন করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, ২০০১ শিক্ষাবর্ষের বেক্সিমকোর নিম্নমানের কাগজে ছাপা ৪০ কোটি টাকার বই বাতিল করে এনসিটিবি চলতি শিক্ষাবর্ষের ছাত্রছাত্রীদের জন্য নতুন বই প্রকাশ করেছিল। বইয়ের ভেতরে বেশ কিছু পরিবর্তন বিশেষ করে সকল ক্লাসের বাংলা, সমাজ, ইতিহাসের ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছিল গত বছর।

মাধ্যমিক স্তরে কতো বই দরকার তা নির্ধারণ করে এনসিটিবি। গত শিক্ষাবর্ষে আগের অর্থাৎ বেক্সিমকোর তৈরি সকল বই বাতিল করার কারণে সকল বই নতুন হয়েছে বিধায় ২ কোটি বইয়ের চাহিদা নির্ধারণ করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে চাহিদা দেখে আবার ২১ শতাংশ বেশি রিপ্রিন্ট অর্ডার দেওয়া হয়েছিল। ফলে মোট ২ কোটি ৪২ লাখ বই মুদ্রিত হয়েছিল।

এনসিটিবির সদস্য কবির আহম্মদ মজুমদার পাঠ্যপুস্তক কভার ডিজাইন পরিবর্তন প্রসঙ্গে বলেছেন, কভার ডিজাইন পরিবর্তনের জন্য প্রকাশকরা আবেদন করেছেন এবং বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে; তবে এখনো চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

এনসিটিবির কন্ট্রোলার বিতরণ মোহাম্মদ হোসেন এ বিষয়ে মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলতে রাজি হননি।

বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির মহাসচিব আব্দুর রাজ্জাকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, যে কোনো সময় বোর্ড যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে। বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি এ বিষয়ে আবেদন করেছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি এ বিষয়টি ঠিক জানি না, তবে অনেক বিষয়েই আবেদন করা হয়, এ বিষয় বা পয়েন্টও কোনো আবেদনে থাকতে পারে।

জানা যায়, পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশনার জন্য নির্দিষ্ট কোনো নিয়মনীতি মেনে চলা হয় না।

১৯৮২ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত প্রকাশকদের বরাদ্দ দিয়ে, ১৯৯৬ থেকে গত বছর পর্যন্ত উন্মুক্ত টেন্ডারের মাধ্যমে এবং ২ বছর যাবৎ প্রকাশকদের তালিকাভুক্তির মাধ্যমে মুদ্রণ কাজটি করা হচ্ছে।

কয়েকজন প্রকাশক এ বিষয়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট নিয়মনীতি থাকা দরকার বলে জানিয়েছেন।

এ বিষয়ে এনসিটিবির দায়িত্বে নিয়োজিত শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহসানুল হক মিলন বলেছেন তিনি বিষয়টি সম্পর্কে এখনো অবগত নন।

কভার ডিজাইন এবং নিরাপত্তা ফর্মা পরিবর্তন প্রসঙ্গে এনসিটিবির চেয়ারম্যান কবির উদ্দিন আহম্মদ জানিয়েছেন, এ ব্যাপারে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে তিনি বলেন, বোর্ডের বই নকল রোধে এই পরিবর্তনগুলো করা প্রয়োজন। মজুদ বই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন এই বইগুলো নতুন বছরে বিক্রির কোনো সুযোগ নেই। তবে ছাত্রছাত্রীরা বই পুনর্ব্যবহার করতে পারবে অর্থাৎ একজনের ব্যবহৃত বই অন্যজন পড়তে পারবে। মজুদ বই যদি এই বছর ব্যবহৃত না হয় তবে বই-এর সংখ্যা মাত্র ১ কোটি ২৫ লাখ নির্ধারণ করা হয়েছে কেন (ছাত্রছাত্রীদের চাহিদা মাফিক আড়াই কোটি বই প্রয়োজন) এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, বিষয়টি সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত কিছু জানেন না।

জানা গেছে, গত ৩০ অক্টোবর ২৭৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে লটারির মাধ্যমে বরাদ্দপত্র প্রদান সম্পন্ন হয়েছে।